মাসিক
দুদক বার্তা
www.acc.org.bd

৮ম বর্ষ
৩১তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
আশ্বিন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

এক নজরে

সম্পাদকীয়
ফাঁদ অভিযান
গ্রেফতার
হট লাইন ভিত্তিক অভিযান
প্রশিক্ষণ
বিচার ও দন্ড
দায়েরকৃত উল্লেখযোগ্য মামলা
সভা-গণশুনানি অভিযান কর্মসূচি

সম্পাদকীয়

দুর্নীতি দমন কমিশন দেশব্যাপী গণশুনানি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসব গণশুনানির মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি পরিষেবা প্রদানে অনিয়ম, হয়রানি ও দীর্ঘসূত্রিতা লাঘবের পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা হচ্ছে। গণশুনানি সরকারি কর্মকর্তাদের জনগণের নিকট দায়বদ্ধতা সৃষ্টির একটি অন্যতম কৌশল বলা যেতে পারে। ২০১৪ সালে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা থেকে গণশুনানির যাত্রা শুরু করে দুদক। গণশুনানিতে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বব্যাংক, টিআইবিসহ বিভিন্ন সংস্থার কারিগরি সহায়তা এবং কমিশনের নিজস্ব অর্থায়নে গণশুনানি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

গণশুনানিকে সরকারি সেবাপ্রত্যাশী জনগণ এবং সেবা প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগের একটি প্রক্রিয়াও বলা যেতে পারে। গণশুনানিতে কমিশনের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে থাকেন। গণশুনানিতে সাধারণ সেবাগ্রহীতাদের বক্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সরকারি পরিষেবা প্রাপ্তিতে হয়রানির মূলে রয়েছে নাগরিকদের অসচেতনতা এবং কর্মকর্তাদের অদক্ষতা, অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্নীতি এবং সরকারি সেবা প্রদানে নির্ধারিত সময়-সীমা অনুসরণ করা। গণশুনানি স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তাদের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহার করা হচ্ছে। কমিশন ২০১৮ সালে দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৯টি গনশুনানি এবং ০৮টি ফলো-আপ গণশুনানি অর্থাৎ মোট ২৭টি গণশুনানি পরিচালনা করেছে। ২০১৮ সালে ১৯টি গণশুনানির মাধ্যমে সেবাগ্রহীতা নাগরিকদের নিকট ৬৭৮টি অভিযোগ পাওয়া যায়, এর মধ্যে ৫৮৮টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়। অর্থাৎ গণশুনানির মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগের শতকরা প্রায় ৮৭ ভাগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ২০১৯ সালের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত কমিশন ২৭টি গণশুনানি সম্পন্ন করা হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় এবছরও অধিকাংশ অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হলো নাগরিকের জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়ত, জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদ (UNCAC) এর ১৩ অনুচ্ছেদে দুর্নীতি প্রতিরোধে সমাজের (সুশীল সমাজ, এনজিও, গণ মাধ্যম ইত্যাদি) অংশগ্রহণ এবং তথ্য প্রাপ্তি ও রিপোর্টিং এর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তৃতীয়ত, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ২০১২-এ নাগরিকের দুর্নীতিমুক্ত সেবাপ্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। সর্বোপরি দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর উপর ভিত্তি করেই কমিশন গণশুনানি পরিচালনা করছে।

এসকল শুনানির মাধ্যমে অনেক সমস্যার যেমন তাৎক্ষণিক সমাধান করা হচ্ছে, তেমনি দুর্নীতি ও অনিয়মের উৎস শনাক্তকরণ, প্রকৃতি ও ব্যাপকতা চিহ্নিতকরে দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে সরকারি দপ্তর সমূহের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কমিশনকে নিরলসভাবে সহযোগিতা করছেন। ২০১৬ সালে দুদক গণশুনানি পরিচালনার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করে। বর্তমানে এই নীতিমালার ভিত্তিতেই গণশুনানি কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। এ গণশুনানি (Public Hearing) স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সরকারি সেবাগ্রহীতা নাগরিকগণ, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, মিডিয়া ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, আইনজীবী, এনজিও এবং অন্যান্য আগ্রহী ব্যক্তিবর্গসহ সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশনের সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তা উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গকে পত্রযোগে ও টেলিফোনে উপস্থিতির আমন্ত্রণ জানাতে পারেন। এক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাথে পরামর্শ করে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য, মেয়র, উপজেলা চেয়ারম্যান, পৌর চেয়ারম্যান/ কাউন্সিলর, ওয়ার্ড কমিশনারসহ সম্মানিত জনপ্রতিনিধির জন্য এ গণশুনানি উন্মুক্ত থাকে। স্থানীয় প্রশাসন ও জনগণের মধ্যে সেতু বন্ধন সৃষ্টির মাধ্যমেই সরকারি পরিষেবা প্রদানে দীর্ঘ দিনের পুঞ্জিভূত অনিয়ম, অবহেলা ও দীর্ঘ সূত্রিতা দূর করা যাবে বলে মনে করা হয়।

১০৫
নম্বরে ফ্রি কল করুন

Like us on Facebook
facebook.com/acc.org.bd

নির্বাহী সম্পাদক
দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়
১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০।
৯৩৫৩০০৪-৮ info@acc.org.bd
www.acc.org.bd

ফাঁদ অভিযান

সেপ্টেম্বর মাসে কমিশন ফাঁদ পেতে ঘুষের টাকাসহ ০২ (দুই) জনকে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত আসামির নাম	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
মির্জা সাইফুর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার, নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর, বিআইডব্লিউটিএ ভবন, মতিঝিল, ঢাকা।	মোঃ মনিরুজ্জামান, ম্যানেজার, এম এস শিপিং লাইন্স, ঢাকা কর্তৃক ঢাকার সদরঘাট বন্দরের কর্তব্যরত নৌ-পরিবহন অধিদপ্তরের সার্ভেয়ার মির্জা সাইফুর রহমানকে তার নৌযানের সার্ভে করার অনুরোধ করলে তিনি ৩ লক্ষ টাকা ঘুষ দাবি করেন। অভিযোগকারী বিষয়টি দুদককে লিখিতভাবে অবহিত করলে কমিশনের অনুমোদনক্রমে ফাঁদ মামলা পরিচালনার নিমিত্ত একটি ফাঁদ দল গঠন করা হয়। তথ্যপ্রেক্ষিতে ফাঁদ দল গত ০২/৯/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ সকাল ১০.৩০ ঘটিকা হতে মতিঝিলস্থ নৌ-পরিবহন অধিদপ্তরের আশে-পাশে ওৎ পেতে থাকে এবং অভিযোগকারী মোঃ মনিরুজ্জামান এর নিকট হতে ঘুষ বাবদ ২,০০,০০০/- টাকা গ্রহণকালে আসামি মির্জা সাইফুর রহমানকে হাতে-নাতে গ্রেপ্তার করা হয়।
মোহাম্মদ সহিদুল হক, সার্ভেয়ার, চট্টগ্রাম।	অসৎ উদ্দেশ্যে অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ ও ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক সরকারি দায়িত্বে কর্মরত থেকে বৈধ পারিশ্রমিকের বাইরে অভিযোগকারী মোঃ ইমরান হোসেনের জমির যথাযথ রেকর্ডপত্র উপস্থাপন করা সত্ত্বেও ডিজিটাল খতিয়ানে অভিযোগকারীর দখলে জমি বেশী আছে মর্মে অবহিত করে দাগ খতিয়ান সার্ভেকালে ঠিক করে দেয়ার কথা বলে অভিযোগকারীর নিকট নিকট হতে ০৪/৯/২০১৯ তারিখে ১০০০/-টাকার ২০(বিশ) টি নোটে মোট ২০,০০০/-(বিশ হাজার) টাকা ঘুষ গ্রহণকালে আসামি মোহাম্মদ সহিদুল হককে কমিশনের ফাঁদ মামলা পরিচালনাকারী দল হাতে নাতে ঘুষের টাকাসহ গ্রেফতার করেন।

গণশুনানি

দুদক সেপ্টেম্বর/২০১৯ মাসে ০৩ টি গণশুনানি পরিচালনা করেন।

গনশুনানির সংখ্যা	গণশুনানির স্থান
০৩টি	কাউখালী, রাঙ্গামাটি; রায়পুরা, নরসিংদী; দিঘীনালা, খাগড়াছড়ি ইত্যাদি।

গ্রেফতার

দুদক বিভিন্ন মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ আইনি প্রক্রিয়ায় আগস্ট/২০১৯ মাসে ০৪ (চার) জনকে গ্রেফতার করেছেন।

গ্রেফতারকৃত আসামির নাম	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
মোহাম্মদ আলমগীর, সাবেক রেকর্ড কীপার, চীফজুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, বর্তমানে-নাজির, জেলা জজ আদালত, নোয়াখালী।	আসামি মোহাম্মদ আলমগীর একজন পাবলিক সার্ভেন্ট হওয়া সত্ত্বেও নিজের দাপ্তরিক পরিচয় গোপন করে, পেশা ব্যবসা হিসেবে দেখিয়ে মাইজদী কোর্ট শাখায়-ন্যাশনাল ব্যাংকে মেসার্স ঐশী ট্রেডার্স নামে চলতি হিসাব এবং সিসি ঋণ হিসাব; এছাড়াও মাইজদী কোর্ট শাখায়-ইউসিবিএল ব্যাংক, ডাচ-বাংলা ব্যাংক, ওয়ান ব্যাংকসহ উক্ত ব্যাংকগুলোতে চলতি হিসাব খোলেন। অভিযোগসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার বিভিন্ন হিসাবগুলোতে ২০১০ সাল হতে ০৭/০২/১৯ পর্যন্ত ২৭,৮২,৭২,৯৬৬/- টাকার সন্দেহজনক লেনদেন করেন।
তাসভীর-উল-ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কাশেম ড্রাইসেল্স লিঃ ও সভাপতি-ম্যানেজিং কমিটি, এফ.আর টাওয়ার, ঢাকা ও অন্য ০১ জন।	আসামিগণ পারস্পরিক যোগসাজশে অসৎ উদ্দেশ্যে অন্যায়ভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে প্রতারণা, জালিয়াতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ১৯৯৬ এর বিধি-বিধান লঙ্ঘন করে এফআর টাওয়ার নামীয় ভবন নির্মাণের ছাড়পত্র ইস্যু, ফি জমা ও নকশা অনুমোদন ব্যতিরেকে ভূয়া নকশা সৃজন করে ১৯ থেকে ২৩ তলা পর্যন্ত অবৈধভাবে নির্মাণ ও বন্ধক প্রদানের মাধ্যমে ৩,৬০,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে।
মোঃ ইব্রাহীম আলী, সদর সাব-রেজিস্ট্রার, পাবনা।	আসামি মোঃ ইব্রাহীম আলী ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ হস্তান্তর/রূপান্তর করে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ ২,৩৮,১৪,৯২৫/- টাকার সম্পদ অর্জন করে।

অভিযোগ কেন্দ্র (১০৬) ভিত্তিক অভিযান

কমিশন সেপ্টেম্বর/২০১৯ মাসে ২৭৭টি অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানের সংখ্যা	অভিযানভুক্ত কতিপয় দপ্তর/প্রতিষ্ঠান	
২৪৪টি	প্রকৌশল	: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর; বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি); প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়; স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর; শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর; বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড; বিটিসিএল; প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়; গণপূর্ত অধিদপ্তর; সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর; ইস্পাত ও প্রকৌশল অধিদপ্তর; রাস্তা/সেতু/ভবন নির্মাণে নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার বন্ধ।
	শিক্ষা	: প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর/জেলা কার্যালয়; কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর; মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর; মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর; মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহ; বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস); বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও সনদ কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ); শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; জেলা শিক্ষা অফিস; উপজেলা শিক্ষা অফিস।
	খাদ্য	: নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ; বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই); উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়; জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়; এল.এস.ডি খাদ্য গুদাম।
	পরিবহন খাত	: বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ); বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি); বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ); বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি); বাংলাদেশ রেলওয়ে; বিমানবন্দর; পোর্ট।
	সুরক্ষা সেবা	: আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস; বিস্ফোরক পরিদপ্তর; মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর; কারা অধিদপ্তর/জেলা কারাগার।
	নাগরিক সেবা	: সিটি কর্পোরেশন; পৌরসভা; জেলা পরিষদ; ইউনিয়ন পরিষদ; জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো; সমাজসেবা ও ত্রান ও ভাতা; উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা; পরিবার পরিকল্পনা অফিস; ডাক বিভাগ; নির্বাচন অফিস।

প্রশিক্ষণ

কমিশন সেপ্টেম্বর/২০১৯ মাসে ৯৩ জন কর্মকর্তাকে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সংখ্যা	প্রশিক্ষণের নাম
০১	অস্ট্রিয়ার ভিয়েনার ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে Implementation Review Group এর First Resumed Tenth Session Gi Prevention Of Corruption বিষয়ক Open Ended Inter Governmental Working Group এর সভা।
০২	দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে অনুসন্ধান ও তদন্ত পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিচার ও দণ্ড

সেপ্টেম্বর মাসে ২৯টি মামলা বিচারিক আদালতে রায় হয়েছে। এর মধ্যে ১৮টি মামলায় সাজা হয়েছে। সাজা হওয়া উল্লেখযোগ্য কতিপয় মামলা।

আসামির পরিচিতি	বিচারিক আদালতের রায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
দেলোয়ার হাসান, ম্যানেজার, গ্রামীণ ব্যাংক, রায়পাশা শাখা, বরিশালসহ ০২ জন।	বিজ্ঞ আদালত আসামিদের ০৭ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডসহ ১৪ লক্ষ টাকা করে জরিমানা প্রদান করেন।
মোসলেহ উদ্দিন মোঃ আসাদুজ্জামান, তজুমদ্দিন, ভোলাসহ ০৩ জন। (অগ্রণী ব্যাংকের মামলা)	আসামি ১. মোসলেহ উদ্দিন রুমি ওরফে আসাদুজ্জামানকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ০৫ লক্ষ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০১ বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড, ২. মোঃ মহিউদ্দিন চোকদার ও মোঃ আনোয়ার হোসেনকে ০৩ বছর করে বিনাশ্রম কারাদণ্ডসহ ০১ লক্ষ টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরো ০৪ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান।
মোঃ মহিউদ্দিন, মারিয়া এন্টারপ্রাইজ, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা।	আসামি মোঃ মহিউদ্দিনকে ০৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ১৪,২৫,০০,০০০/- টাকা জরিমানা প্রদান।

দুর্নীতির কোনো ঘটনার প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য যেকোনো ফোন থেকে দুদকের অভিযোগ কেন্দ্রের

হটলাইন-১০৬

নম্বরে ফ্রি কল করুন।

দায়েরকৃত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মামলা

কমিশন সেপ্টেম্বর মাসে ক্ষমতার অপব্যবহার, অর্থ আত্মসাৎ, জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনসহ বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগে ১৮টি মামলা দায়ের করেছেন। উল্লেখযোগ্য কতিপয় মামলার বিবরণ:

আসামির পরিচিতি	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
ডা. মোঃ নুর ইসলাম, অধ্যক্ষ, রংপুর মেডিকেল কলেজ, রংপুর ও অন্যান্য ০৫ জন।	অসৎ উদ্দেশ্যে পরস্পর যোগসাজশে অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ করত ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক রংপুর মেডিকেল কলেজে ভারী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও প্রতারণা ও জাল জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে নিম্নমানের ব্যবহার অনুপযোগী যন্ত্রপাতি সরবরাহের মাধ্যমে সরকারের ৪,৪৮,৮৯,৩০০/- টাকা আত্মসাৎ।
মুহাম্মদ মোর্শেদ আলম, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান, হবিরবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদ, ভালুকা, ময়মনসিংহ।	দুর্নীতি দমন কমিশনে দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে ২৩,২৬,৫০/- টাকার সম্পদের তথ্য গোপনসহ ৬,৯৭,৯০,৯৭৫/- টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন।
প্রকৌশলী ছাব্বের আহমেদ চৌধুরী, সাবেক ব্যবস্থাপক, গাজীপুর, বিক্রয় অঞ্চল, বর্তমানে- ব্যবস্থাপক (পাইপলাইন ডিজাইন বিভাগ), তিতাস গ্যাস টিএন্ডডি কোম্পানি লিঃ ও অন্যান্য ০৩ জন।	৪০,০০,৩৬,৫৮৪/- টাকা উত্তোলন পূর্বক আত্মসাৎ।

সভা-গণশুনানি-অভিযান কর্মসূচি

যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিজ-এর প্রতিনিধি
এপিক উপাঙ্গা'র সাথে কথা বলছেন দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ

কমিশনের পরিচালকসহ চারজন কর্মকর্তা-কর্মচারী মৃত্যুবরণ করায়
তাদের জন্য কমিশন শোকসভা পালন করছেন।

মাগুরা গণশুনানিতে বক্তব্য রাখছেন
কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান।

নরসিংদী গণশুনানিতে বক্তব্য রাখছেন
দুদক কমিশনার এ.এফ.এম আমিনুল ইসলাম।

খাগড়াছড়ি গণশুনানিতে বক্তব্য রাখছেন
দুদক সচিব মুহাম্মদ দিলোয়ার বখ্‌ত।।

দুদক অভিযোগকেন্দ্র-১০৬ এ অভিযোগের ভিত্তিতে
তাৎক্ষণিক অভিযান।

দুদক অভিযোগকেন্দ্র-১০৬ এ অভিযোগের ভিত্তিতে
তাৎক্ষণিক অভিযান।

দুদক অভিযোগকেন্দ্র-১০৬ এ অভিযোগের ভিত্তিতে
তাৎক্ষণিক অভিযান।